ললিতবাবুর মৃত্যুতে শোকোচ্ছাস

(অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী কর, এম, এ)

কোথায় আজিকে করিলে প্রয়াণ
'নদীয়ার চাঁদ' বাণীর সন্তান
বঙ্গের ভূষণ মণি দ্যুতিমান
অমিয়ের উৎস রসের খণি !

অজ্ঞাত সে দেশ গিয়াছ কোথায়
ফিরে নাহি আসে পান্থ যেই যায়
—মর্ম্মভেদী চিন্তা—তাই ভাবি হায়
দেখা নাহি দিবে বঙ্গের মণি !

ছিল ছন্দে গাঁথা তোমার জীবন
প্রাচী প্রতীচ্য অপূর্ব্ব মিলন
আছিল তোমায় ; মধুপ মতন
কাব্যসুধাধারা আছিলে পিয়ে !

আহরি সে মধু নানা দেশ হ'তে
বিলায়েছ তায় নবীন ভারতে
বাণীর প্রসাদে, কবি কতমতে
নবীন জীবন ঢালিয়ে দিয়ে !

বঙ্গভাষা যেই জীর্ণ আভরণে
ছিল দীনহীনা, বিচিত্র ভূষণে
সাজায়েছ তায় বিবিধ বরণে
কত রত্নরাজি যতনে আনি

রসের 'ফোয়ারা' ছুটিয়াছে তায়
অফুরন্ত উৎস 'পাগলাঝোরায়'!
'সাহারা' হয়েছে নিজ হৃদি হায়
তবু মাতৃসেবা করেছ জানি!

আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ বান্ধব
অমিয় উৎস; আজি সে নীরব!
সকলি আছিল সু 'ললিত' তব
তোমাতেই তোমা' তুলনা পাই!

বরেণ্য ব্রাহ্মণ, দীপ্ত তেজোময়
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যেন রে উদয়;
সিত শশীসম পুনঃ মনে হয়;
উজলে মধুরে একই ঠাঁই!

মনীষা তোমার যেন হিমাচল
অভ্রভেদী শীর্ষ—দাঁড়ায়ে অটল;
শিশুর মতন আবার সরল
ধরা' আবিলতা ছোঁয়নি তায়!

'বুনো রামনাথ' যেন নদীয়ার
জ্ঞান আলোচনা জীবনের সার—:
যেন অমরার, নহে এ ধরার
যাপিলে জীবন এরূপে প্রায়!

শেষে হলো শিরে অশনি সম্পাত
উঠিল জীবনে ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
দারাপুত্রকন্যা শোক শেলাঘাত
হানিল করাল কৃতান্ত বাজ!

শুকাল অকালে রসের 'ফোয়ারা'
ভরে অশ্রুজলে সে 'পাগলাঝোরা'
হৃদয় তোমার হইল 'সাহারা'
শান্তি পেয়েছ মরণে আজ !

জুড়াইতে সেই হৃদয় যাতন
গিয়াছ কতই দেবতা সদন
করিয়াছ কত তীর্থ পর্য্যটন
কোথা শান্তি নাহি খুঁজিয়ে পাই !

বদরিকাশ্রমে পদে নারায়ণ
করেছিলে শেষে আত্মসমর্পণ ;
ভকতবৎসল কোলেতে আপন
দিয়াছেন তাই কৃপায় ঠাঁই !